সংবাদ

তারিখ 31 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ

পত্রপত্রিকার খবরে প্রকাশ, এ বছর এইচএসসি পাস করা প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে না। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা। এ বিভাগে এমনকি জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরাও তাদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্য কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এ সমস্যার সৃষ্টি হবে। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ভাল করেও যারা পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেনি, তারাও এবার ফের ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। ফলে পরিস্থিতি যথার্থই সঙ্গীন হয়ে পড়বে।

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে ২ লাখ ৭৭ হাজার শিক্ষার্থী। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে ১ হাজার ৪০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সব মিলিয়ে আসন রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭৭ হাজার। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ২৭টি, আর রয়েছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে বাকি ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা ২২ হাজারের মতো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৭০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনার্স ও পাস ডিগ্রি কোর্সের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ৯৬টি সরকারি কলেজে অনার্স ডিগ্রির সুযোগ রয়েছে। বাকি ১৬০৪টি ডিগ্রি কলেজে ৭০ হাজার শিক্ষার্থী ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এ ছাড়া ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। তবে প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনেকগুলোর ডিগ্রির মান নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এ মুহূর্তে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় ভর্তি নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বাড়ছে। এবার শুধু জিপিএ'র ভিত্তিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির প্রস্তাব করা হয়েছে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হবে কি না সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা আছে। দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হলো সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কীভাবে ছাত্রভর্তি করা হবে তা এখনও অনিশ্চিত।

এইচএসসি পাস করার পর সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। তবে দেশে উচ্চশিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার এ কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই উঁচুমানের কয়েকটির সঙ্গে অনেক নিম্নমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বর্তমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করাটা উচিত হবে না। কেননা প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে আসন সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে সুশিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আসন সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ নেই। ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুন ও পুরাতন নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানের মান বাড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে হবে। বিভিন্ন 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। অন্যদিকে উন্নতমানের ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে এইচএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণদের দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলার দিকেও নজর দিতে হবে।